বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

চলতি আমন মওসুমে দেশের যেসব অঞ্চল বন্যা আক্রান্ত হয়েছে সে সমস্ত এলাকায় বেশিরভাগ বীজতলার চারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলমান আমন ধানের চাষ যাতে বিঘ্নিত না হয় সে জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের জরুরি করণীয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

যেসব এলাকায় বীজতলা করার উঁচু জমি নেই সে সমস্ত এলাকায় ভাসমান বীজতলা এবং দাপোগ বীজতলায় চারা উৎপাদনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১) ভাসমান বীজতলার ক্ষেত্রে কচুরিপানা ও মাটি দিয়ে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা করা যেতে পারে।
দাপোগ বীজতলার ক্ষেত্রে বাড়ির উঠান বা যেকোন শুকনো জায়গায় কিংবা কাদাময় সমতল জায়গায় পলিথিন, কাঠ বা কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি চৌকোনা ঘরের মত করে প্রতি বর্গমিটারে ২-৩ কেজি অঙ্কুরিত বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে করা বীজতলা থেকে ১৪-১৫ দিন বয়সের চারা জমিতে রোপণ করতে হবে।

২) যে সমস্ত এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়নি সে সব এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজতলা তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বন্যার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে চারা বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমন ধানের আবাদ নির্বিঘ্ন করা যায়।

৩) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন- ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১ ও ব্রি ধান৭৫ সরাসরি ২৫ আগস্ট পর্যন্ত রাপণ করা যেতে পারে।

৪) এছাড়াও ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬ জাতসমূহ ১৫ আগস্টের মধ্যে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যাবে। সরাসরি বপনের সময় ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত।

৫) স্থানীয় জাত যেমন-নাইজারশাইল ও গাইঞ্জাসহ স্থানীয় জাতসমূহ ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ বা সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ৩০ আগস্টের মধ্যে বপন করতে হবে।

৬) বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত আমন ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩ টি কুশি রেখে বাকি কুশি সযত্নে শিকড়সহ তুলে নিয়ে সাথে সাথে অন্য ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।

৭) বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নাবীতে রোপণের ক্ষেত্রে প্রতি গোছায় একটু বেশি করে চারা দিয়ে (৪-৫ টি) এবং ঘন করে (২০×১৫ সে.মি. দূরত্বে) রোপণ করতে হবে।

৮) বন্যার পানিতে আসা পলির কারণে জমি উর্বর হয়। এ জন্য বিলম্বে রোপণের ক্ষেত্রে দ্রুত কুশি উৎপাদনের জন্য সুপারিশকৃত দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

৯) নাবিতে বপনের ক্ষেত্রে ধানের স্বাভাবিক ফলন নিশ্চিত করার জন্য খরায় আক্রান্ত হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) আংশিক বন্যায় আক্রান্ত বীজতলায় ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে চারা একটু সোজা হয়ে উঠলে ৬০গ্রাম থিওভিট, ৬০গ্রাম পটাশ সার ও ২০ গ্রাম জিংক সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

১১) ধানের ফুল পর্যায়ে বিশেষ করে সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে থোড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে ট্রাইসাইক্লাজল ও স্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার ও নেটিভো ৭-১০ দিন ব্যবধানে দুই বার বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

১২) বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেতে মাজরা, পাতা মোড়ানো এবং পামরি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা যেমন- হাত জাল, পার্চিং, আলোক ফাঁদ এবং অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- মাজরা পোকার জন্য ভিরতাকো, পাতা মোড়ানো পোকার জন্য সেভিন/মিপসিন, পামরি পোকার জন্য ডার্সবান/সেভিন অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

১৩) বন্যা পরবর্তী সময়ে যে সব এলাকায় জলাবদ্ধতা থাকবে সেখানে বাদামী গাছ ফড়িং বা কারেন্ট পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে এবং পোকার উপস্থিতি থাকলে আলোক ফাঁদ বা মিপসিন/প্লিনাম/সপসিন/এ্যাডমায়ার অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্রি-র রাইস নলেজ ব্যাংক এর ওয়েবসাইট http://knowledgebank-brri.org/ অথবা যোগাযোগ করুন

ব্রি নাগরিক তথ্য সেবা কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর। ফোন নং: পিএবিএক্স ০২ ৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্সটেনশন ৩৮৯।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট